দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 03 MAR 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ কলাম ১ ...

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গ

সম্প্রতি সংসদ অধিবেশনে শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ বলিয়াছেন, রাজনীতিতে যোগ্য নেতৃত্ব গড়িয়া তুলিবার লক্ষ্যে ডাকসুসহ সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে নিয়মিতভাবে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হওয়া জরুরি। ইহা কেবল মন্ত্রীমহোদয়ের একান্ত নিজস্ব মতামত নহে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে বলিয়া তিনি জানান। আর এই জরুরি দায়িত্ব পালন করিবে সংশ্লিষ্ট কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি বলিয়াছেন, শিক্ষাঙ্গনে সুস্থ রাজনীতির চর্চা হইলে মেধাবীরা আগাইয়া আসিবে, গণতান্ত্রিকতার চর্চা হইবে এবং সৃজনশীলতা বিকশিত হইবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা পূর্ববর্তী পঞ্চাশ ও ষাটের দশক হইতে স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৮০'র দশক পর্যন্ত দেশ ও মানুষের স্বার্থ এবং সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে ছাত্র রাজনীতির গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা আমরা দেখিতে পাই। ফলে আমরা জাতীয় রাজনীতিতেও অনেক উজ্জ্বল শক্তিশালী নেতৃত্বের সন্ধান পাইয়াছিলাম, যাহারা আজ প্রবীণ হইয়াছেন বা সক্রিয় রাজনীতি হইতে অবসর লইয়াছেন। আর ইহার পরিণতিতে বর্তমান রাজনৈতিক অঙ্গনে সুশিক্ষিত, সমঝদার ও উদার গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন নেতৃত্বের যে একটা শূন্যতা সৃষ্টি হইয়াছে তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না।

বস্তুত, দীর্ঘকাল ধরিয়াই এদেশের শিক্ষাঙ্গনগুলিতে ছাত্রদের দাবিদাওয়া সম্বলিত সুস্থ রাজনীতি ও গণতন্ত্রের চর্চা হইতেছে না, হইতে পারিতেছে না। শিক্ষাঙ্গনে অসুস্থ রাজনীতির প্রভাব এতোটাই প্রকট হইয়াছে যে, কিছুকাল হইল ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ অনুসরণকারী স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এমনকি উপাচার্যদিগকেও আর নির্বাচন করিবার সুযোগ দেওয়া হইতেছে না। আনুগত্যের হিসাব কষিয়া সরকার উপাচার্যদিগকে বিশেষ আইনবলে নিয়োগ দিতেছে। একইভাবে, সাধারণ ছাত্রদের প্রতিনিধিস্বরূপ ছাত্রসংসদ নির্বাচনের স্মৃতি আমরা ভুলিতেই বসিয়াছি। যখন যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় বসে তখন তাহাদের ছাত্রসংগঠন রাষ্ট্রীয় ছত্রছায়ায় বল প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষাঙ্গনগুলিতে একাধিপত্য কায়েম করে এবং অন্য সংগঠনগুলির কথা বলিবার অধিকারটুকু, এমনকি কখনো কখনো নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা কার্যক্রমে অংশ লইবার অধিকারটুকুও কাড়িয়া লয়। ছাত্ররাজনীতির নাম করিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বর্তমানে যখন প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গসংগঠনরূপে ছাত্রদের দাবিদাওয়া ও আকাঙ্ক্ষার ভাবনা একেবারে সিন্দুকে পুরিয়া রাখিয়া দলীয় তোষণ, লেজুড়বৃত্তি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজিতে লিপ্ত এবং ইহা দেখিয়া যখন চারিদিক হইতে শিক্ষাঙ্গনে ছাত্ররাজনীতি ও গণতন্ত্র চর্চার প্রতি অনুৎসাহ পোষণ করা হইতেছে, তখন রাজনীতি-সচেতন ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসম্পন্ন নাগরিক গড়িয়া তুলিতে শিক্ষামন্ত্রীর এরূপ তাগিদ ধন্যবাদার্হ।

তবে, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন করিতে চাহিলে কয়েকটি কথা বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখিতে হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। বিশেষত, ছাত্র সংগঠনগুলিকে জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলির ছত্রছায়ার বাহিরে লইয়া আসিতে হইবে। ছাত্রদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণে উক্ত ছাত্র সংগঠনগুলি সক্রিয় কিনা, শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে তাহারা কী ভূমিকা পালন করে এবং সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থের বাহিরে আসিয়া জনস্বার্থ রক্ষায় ছাত্র সংগঠনগুলি কতোটুকু ভূমিকা পালন করে তাহাও নির্বাচন করিবার যোগ্যতার মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করিতে হইবে। আর, ইহা করিতে পারিলেই কেবল সরকার শিক্ষাঙ্গনে সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরাইয়া আনিতে পারিবে বলিয়া আমরা মনে করি।